দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

বর্ষায় চলনবিলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাতায়াত ব্যাহত হয়

রুহুল আমিন ॥ বর্ষা মৌসুমের চার মাস সময় চলন বিলের ৯টি থানার শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাটে। এই সময় স্কুলে যাতায়াতসহ লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টির দরুন প্রতি বছর এই অঞ্চলে স্কুল ত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আষাঢ় মাসেই চলনবিলে বর্ষার সৃষ্টি হয়। বর্ষার পানি কার্তিক মাস পর্যন্ত থাকে। তবে আশ্বিন মাস পর্যন্ত চার মাস অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। প্রবল বাতাসে সৃষ্ট বিলের উত্তাল তরঙ্গ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই মৌসুমে পাড়ি দিয়া বিদ্যালয়ে পৌছা এবং বাড়ীতে ফিরিয়া আসা জীবন-মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বিলের প্রবল ঢেউ বিদ্যালয়ে গিয়া আঘাত হানে। এই ঢেউয়ে বিদ্যালয় ধ্বসিয়া যাইবার আশংকা থাকে। প্রতি বছরই বিলের অনেক স্কুল ঢেউয়ের আঘাতে ভাংচুর হয়। তাহা-ছাড়া নৌকা ডুবির সমস্যা তো আছেই। একটানা ৫/৬ দিন বৃষ্টি ও ঝোড়া বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকিলে, অভিভাবকগণ শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়ে পাঠান না।

আজকাল প্রায় প্রতিটি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হইলেও বাড়ী হইতে বিদ্যালয় পর্যন্ত আসা-যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবস্থাও অনুরূপ। উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বর্ষায়

(৩য় পৃঃ পর)

যাতায়াত করাও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এই ৪ মাসে বিদ্যালয়গুলি প্রায়ই ফাঁকা থাকে। বছরে এক-তৃতীয়াংশ সময় লেখাপড়া বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জীবনে ভাল ফলাফল করা দুরূহ। প্রতি বছর ৪ মাস শিক্ষা ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং শিক্ষার প্রতি বিরাগ ভাব সৃষ্টি হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই লেখাপড়া ত্যাগ করে। এইভাবে প্রতি বছরই চলনবিলে বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে।